সংবাদ

তারিখ ... 10.12.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 5 ...

015

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

'প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা' প্রসঙ্গ : ভিন্নমত

২১শে নভেম্বর,৮৪-র দৈনিক 'সংবাদ'-এর উপ-সম্পাদকীয়, রাই মোহন তালুকদার লিখিত 'প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার'র কিছু বক্তব্যের সংগে আমি একমত হতে পারছি না। আমার ধারণায়--

১। অধ্যাপনায় ব্যর্থতা একজন প্রথম শ্রেণী ডিগ্রীধারীর ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে, তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত অধ্যাপকের ক্ষেত্রেও তেমন হতে পারে। বিষয়টি শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করানোই একজন শিক্ষকের কাজ বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত একজন শিক্ষকের মেধার সংগে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিশ্চয়ই মানগত পার্থক্য থেকে যায়। উচ্চতর শিক্ষায় এই মেধার তারতম্যে শিক্ষার্থী অবশ্যই যথাক্রমে উপকৃত ও অপোকৃত হয়। শিক্ষকের, পাঠদানে ছাত্রদের অনুধাবনের কাছাকাছি যেতে তো হবেই, তবে সেই সঙ্গে তিনি নিজে যতো মেধাবী হবেন, ততোই ভালো।

২। তের নম্বর 'মাত্র' নয়, এক নম্বরের জন্যেও একজন তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণী পেতে পারে। শিক্ষক ছাত্রকে দ্বিতীয় শ্রেণী কেন, ইচ্ছেকৃতভাবে কোন শ্রেণী দিতেও যেমন পারেন না, না দিয়েও পারেন না। আসলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের কাছ থেকে প্রদত্ত উত্তরের ভিত্তিতেই কেবল নম্বর অর্জন করে নেয়।

৩। প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় শিক্ষকরা নিরপেক্ষ ও যথার্থভাবে খাতা দেখেন, আর ফাইনাল পরীক্ষায় তাঁরা তা করেন না, এই ধারণা একান্তই অমূলক। পরীক্ষক সর্বত্র সমান নিরপেক্ষ।

৪। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পরিবর্তে, শুধু বাইরের অপরিচিত শিক্ষকদের পরীক্ষক নিরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা করার সুপারিশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতি এতোটা অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস প্রদর্শন না করলেই কি চলতো না। প্রবন্ধকার অবগত আছেন কিনা জানি না, অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী ফাইনাল পরীক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ শিক্ষকরাও প্রশ্নকর্তা- পরীক্ষক ইত্যাদি থাকেন।

৫। জীবনের সব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাগত ভালো-মন্দের ভেদ রক্ষার্থে তৃতীয় শ্রেণী রাখা হয়েছে। আজীবন মানোন্নয়নের সুযোগ থাকুক ভালো, কিন্তু তাই বলে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্রের প্রতিযোগিতামূলক পন্থাটি বিলুপ্ত করলে চলবে না, অন্ততঃ যতোদিন প্রতিভা যাচাইয়ের ভিন্নতর পথটি সঠিকভাবে নির্দেশিত ও প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে।

৬। পাঠদান-মানোন্নয়নে--শিক্ষকের অজ্ঞাতে শ্রেণীকক্ষে টেপরেকর্ডার পদ্ধতির যে সুপারিশ করেছেন, তা আমাদের মতো দরিদ্র দেশে সম্ভব নয়। যদি সম্ভবই হয়---একজন ব্যর্থ শিক্ষকের নিজ খরচে উন্নয়ন-প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তা চলাকালে 'মাহিনা' বন্ধ করার সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে অমানবিক। বর্তমান সমাজ কাঠামোতে শিক্ষকদের আর্থিক যোগ্যতা তিনি কি চিন্তা করেছেন ?

প্রণব চৌধুরী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
আনন্দমোহন কলেজ,
ময়মনসিংহ।